তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সংবাদ

স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের বিরোধিতা মতলববাজদের

হাবিবুর রহমান স্বপন

ভালো কাজে যে প্রতিবন্ধকতা অনেক তা সকলেই জানেন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ নেই সেসব উপজেলায় স্কুল-কলেজ সরকারি করার। সরকারের এই সিদ্ধান্ত জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু মতলববাজরা এই শুভ কাজ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলছে।

গত ক'দিন আগে একটি বহুল প্রচারিত খবরের কাগজে সাবেক একজন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী যিনি বিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন, তিনি 'উপজেলা পর্যায়ে কলেজ সরকারিকরণ ও শিক্ষার মান' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। সাবেক এই মন্ত্রীর জেলায় যে ক'টি উপজেলা আছে সেসব উপজেলা সদরের সবগুলো কলেজ বহু আগেই সরকারি বা জাতীয়করণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার জেলার বহু মাধ্যমিক স্কুলও সরকারি হয়েছে। সাবেক সরকারগুলোর সময় ওইসব প্রতিষ্ঠান সরকারি করা হয়েছে। তাদের মতো নেতাদের সময়ই অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারি করা হয়েছে। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি করেছেন। বঞ্চিত করা হয়েছে অন্যান্য এলাকাবাসীকে। সংবিধানে যে সকল এলাকার সুষম উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে তা লঙ্ঘন করেছেন সাবেক এসব নেতা। তিনি সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক স্বল্পতার কথা লিখেছেন। হ্যাঁ এই সমস্যা তো তাদের সরকারের আমলেও ছিল, এখনও আছে। সেটার সমাধান করতে হবে।

এখন যখন বর্তমান সরকার সকল এলাকার সুষম উন্নয়ন করতে চাচ্ছেন বা বঞ্চিত এলাকার স্কুল-কলেজ সরকারি করার শুভ উদ্যোগ নিয়েছেন তখন তার গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে তার নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজ দুটি ভালো বলে কলেজ দুটি সরকারি করার যুক্তি দেখিয়েছেন। বলেছেন, উক্ত কলেজ দুটির ফলাফল ভালো তাই সরকারি করতে হলে এই দুটি কলেজকে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। কেন? তার জেলার (কুমিল্লা) সব উপজেলায় তো সরকারি কলেজ আছে। একটি নয়, কোন কোন উপজেলায় একাধিক কলেজ সরকারি। সরকারের ভুল ধরে তিনি নানা যুক্তি দিচ্ছেন, অথচ তিনি যে দল করেন, তারা তো বহু বছর (প্রায় ১৭ বছর) ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তো একটি প্রাইমারি স্কুলও সরকারি করেননি। শুধুই নিজেদের এলাকার স্বার্থ দেখেছেন। সকল এলাকার সুষম উন্নয়নের কথা ভাবেননি। এখন যখন সরকার বঞ্চিত এলাকার গণমানুষের কথা ভেবে স্কুল-কলেজ সরকারি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তিনি নতুন বাহানা নিয়ে হাজির হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় ১৯৭৩ সালে প্রায় ৩৭ হাজার প্রাইমারি স্কুল জাতীয় বা সরকারিকরণ করা হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু শুভ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর পর তাকে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় বসে তারা ৭ বছর (১৯৭৫ থেকে ১৯৮২) ক্ষমতায় ছিলেন (জিয়াউর রহমান ও আবদুস সাত্তার)। তারপর এরশাদ সরকার ক্ষমতায় ছিলেন ৯ বছর। এরশাদ সরকারের সময় প্রায় দেড় হাজার প্রাইমারি স্কুল সরকারি বা জাতীয়করণ করা হয়েছিল। এর পর ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এবং আবারও ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকার (খালেদা জিয়ার সরকার) ক্ষমতায় ছিলেন। তখন তো একটি প্রাইমারি স্কুলও সরকারি হয়নি। এর পর বর্তমান সরকার (শেখ হাসিনার সরকার) ক্ষমতাসীন হয়ে দেশের প্রায় ২৬ হাজার স্কুল জাতীয়করণ করলেন।

হ্যাঁ, কিছু স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে বিএনপি এবং এরশাদ সরকারের সময়। তাদের সময় কয়েকটি বিশেষ জেলার বেশ কিছু স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ করা হয়। সুষম উন্নয়ন তারা করতে পারেননি বা করেননি। কারণ তারা তো ক্ষমতায় বসেছিলেন সংবিধানকে পদদলিত করে। সংবিধানের সুষম উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তারা ভঙ্গ করেছেন। সামরিক শাসন জারি করে সরকারি উর্দি পড়ে সরকারি তহবিলের টাকায় বেতন নিয়ে জনগণের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। সামরিক শাসক থেকে হয়েছেন রাজনীতিবিদ। ক্যান্টনমেন্টে বসে দল গঠন করেছেন। ইচ্ছা মাফিক উন্নয়ন কাজ করেছেন। স্বজনপ্রীতি করেছেন। নিজের এলাকার উন্নয়ন করেছেন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদী চামচা আমলারাও তার এলাকার স্কুল-কলেজ সরকারি করে নিয়েছেন। তারপর চাকরি থেকে অবসরে গিয়ে রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়ে এমপি-মন্ত্রী হয়েছেন।

আমাদের মনে আছে ১৯৯১ সালের নির্বাচনী প্রচারে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, তার দল ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি উপজেলায় একটি বালক ও একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সরকারি করা হবে (তখনকার সংবাদপত্র পড়লেই এর সত্যতা মিলবে)। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন, একটি করে কলেজ সরকারি করা হবে। '৯৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে ওই মেয়াদে খালেদা জিয়া তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাখেননি। এর পর আবারও ২০০১ এর নির্বাচনে একই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসেন। তখনও তারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা বাস্তবায়ন করেননি। একই সময় নির্বাচনে আওয়ামী লীগও নির্বাচনী প্রচারণায় একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় যেতে পারেনি। এর পর ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসে। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেও তারা তাদের পূর্ববর্তী দুটি নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি বা করেনি। তবে এই সময় তারা প্রায় ২৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। এবার তারা তাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে।

দেশে বর্তমানে সরকারি কলেজ ৩৩৫টি। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারি কলেজ নেই এমন ৩১৫টি উপজেলায় বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করার। ইতোমধ্যেই জাতীয়করণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দুই ধাপে মোট ১৯৯টি কলেজের তালিকা পাঠানো হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এগুলো জাতীয়করণ হলে মোট ৫৩৪টি সরকারি কলেজ হবে। অবশিষ্ট ১১৬টি যুক্ত হলে সর্বমোট ৬৫০টি কলেজ জাতীয়করণ হবে। এছাড়াও ৭৯টি মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। আরও প্রায় ৩শ' মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যেসব উপজেলায় কোন সরকারি স্কুল ও কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারি করা হবে।

অভিযোগ উঠেছে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের জন্য কিছু সংসদ সদস্য ও সরকার দলীয় কিছু নেতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করছেন। এই টাকা নেয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে। স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত করতেই এই তদবির বা টাকা প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, আর্থিক লেনদেন হওয়াটা অস্বাভাবিক না। তিনি আরও বলেছেন, যেসব স্কুল-কলেজের শিক্ষক অর্থ লেন-দেন করছেন তারা নির্বোধ। তিনি বলেছেন, এই কাজে টাকা লাগে না। এটি সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত।

সরকারি সিদ্ধান্তের আরও কিছু কারণ আছে। উপজেলা সদরের স্কুল-কলেজ সরকারি হলে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠবে। অর্থাৎ উপজেলা সদরগুলো শহরে পরিণত হবে। সরকারি অফিসারসহ ছোট এলাকার স্বল্পআয়ের মানুষজন তাদের সন্তানদের সরকারি স্কুল-কলেজে স্বল্পখরচে পড়াতে পারবে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষিতজনদের বিচরণ হবে। নতুন নতুন শহর কর্মচঞ্চল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে। অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধি হবে। এর সুদূরপ্রসারী মঙ্গলজনক প্রভাব পড়বে সমাজে।

ভালো কাজে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এবং কিছু প্যাঁচ লাগিয়ে সর্বদাই দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন ফায়দা লোটে। এ ক্ষেত্রেও তা করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ভেজাল লাগিয়ে টু-পাইস কামিয়ে নেয়ার জন্য নতুন নতুন কৌশল শুরু হয়ে গেছে। ফাইলে জটিলতা সৃষ্টি করে জাতীয়করণের কাজটি যত পিছিয়ে নেয়া যাবে তাতে লাভবান হবে মতলববাজরা। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সরকারের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি যখন সকল মহলে সমাদৃত হচ্ছে তখনই সরকারের শুভ এই উদ্যোগে ধুলো-কাদা লাগিয়ে দিতে কিছু অনিয়ম করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উপজেলা সদরের পুরাতন বা প্রতিষ্ঠিত কলেজ বাদ দিয়ে নতুন কলেজ সরকারি করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেমন জামালপুরের সরিষাবাড়ী কলেজ। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি বাদ দিয়ে ২০১০ সালে এমপিওভুক্ত হওয়া এবং সরকারের খাস জমিতে স্থাপিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অপর একটি কলেজকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুরে ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি কলেজটির পরিবর্তে মহিলা কলেজ সরকারি করা হচ্ছে। বাসাইলের পুরাতন এমদাদ হামিদা ডিগ্রি কলেজ বাদ দিয়ে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত জোবেদা রুবেয়া মহিলা কলেজ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের তাড়াশ সদরের ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি কলেজ বাদ দিয়ে এমপিওভুক্ত নয় এমন একটি দূরবর্তী নতুন কলেজ জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা সদরের ডিগ্রি কলেজ বাদ দিয়ে দুই কি.মি. দূরের নতুন একটি কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত বগুড়ার সারিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ বাদ দিয়ে বর্তমান সংসদ সদস্য আবদুল মান্নানের নামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'সারিয়াকান্দি আবদুল মান্নান মহিলা কলেজ' জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দিনাজপুরের কাহারোল সদর থেকে ১৭ কি.মি. দূরবর্তী কলেজ জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে অথচ বাদ পড়েছে উপজেলা সদরের কলেজ। মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান, মৌলভীবাজারের বড়লেখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট, বরিশালের উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ কলেজ জাতীয়করণ করার দাবি করা হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত এবং জাতীয়করণের নীতিমালা কি আলাদা? বা এর মধ্যে কি কোন ফাঁক-ফোকর আছে? যদি কোন জটিলতা বা ফাঁক-ফোকর থাকে তাহলে তা পরিশুদ্ধ করা আবশ্যক। আর যদি তা না থাকে তাহলে যারা জটিলতা সৃষ্টি করে টু-পাইস কামিয়ে নিতে তৎপর তাদের রুখতে সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের তৎপর হওয়া দরকার। অন্যথায় সরকারে শুভ উদ্যোগটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আরও একটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি বালক এবং একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে তালিকায় মাত্র ৭৯টি স্কুলের নাম কেন? একই সঙ্গে জাতীয়করণের জন্য নির্দিষ্ট সবগুলো স্কুলের নাম তালিকা প্রকাশ করা দরকার। বালক ও বালিকাদের কথা চিন্তা করতে হবে। শুধু বালকদের স্কুল জাতীয়করণ করলে হবে না। মেয়েদের স্কুলকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। একইভাবে কলেজের নামও প্রকাশ করা দরকার। আর যেসব অনিয়ম বা অসঙ্গতির কথা উঠেছে তা দ্রুত তদন্ত করে কলেজের চূড়ান্ত তালিকাও প্রকাশ করা হোক।

সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের দাবিতে আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। কোথায়ও মানববন্ধন, কোথায়ও বা মিছিল-মিটিং এবং সড়ক অবরোধ। বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। শুভকাজে দেরি করতে নেই। দুষ্ট চক্র যেভাবে পদ্মা সেতু তৈরি করার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। একই কায়দায় সরকারের এই শুভ উদ্যোগটি ভণ্ডুল করার ষড়যন্ত্র করছে। কারণ তাদের সময়ের সরকার তো এত বড় মহৎ কাজ করতে পারেনি। অতএব, তারাও বর্তমান সরকারকে সুন্দর কাজটি করতে দেবে না সহজে। এতে প্যাঁচ লাগানোর চেষ্টা তারা তো করবেই। এভাবে শুভ কাজটি যদি বিলম্ব ঘটিয়ে হ-য-ব-র-ল করা যায় তাতেই তাদের শান্তি। আর এসব অপকর্মে ইন্ধনদাতা হোতা কিছু অসাধু এবং ভিন্ন আদর্শের কিছু আমলা এবং সরকারদলীয় কিছু অসাধু রাজনীতিবিদ। অতএব সাধু সাবধান!

[লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট]
hrahman.swapon@gmail.com